শিমুল পলাশ

মনজিলুর রহমান

ষ্টেশনের নাম বদরগন্জ। এক ষ্টেশন পরেই রংপুর । আঞ্চলিক লোকেরা রংপুরকে বলে অংপুর। সেই বদরগন্জ রেলওয়ে ষ্টেশনের ষ্টেশন মাস্টার আব্দুল আলীম। আদি বাড়ি ঢাকার বিক্রমপুর । এক যুগেরও বেশী চাকুরী করছেন বাংলাদেশ রেলওয়েতে । গত এক বছর ধরে আছেন বদরগন্জ রেলওয়ে ষ্টেশনে ষ্টেশন মাষ্টারের দায়িত্বে। থাকেন বদরগন্জ রেলওয়ে ষ্টেশনেরই কাছে রেলওয়ে বাংলোতে । একমাত্র ছেলে হাফিজ আলীম রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে রংপুর কারমাইকেল কলেজে , বড় মেয়ে ফেরদৌসী আলীম শিমুল রংপুর মেডিক্যাল কলেজে ফার্ষ্ট ইয়ারে আর ছোট মেয়ে ফরিদা আলীম পলাশ বদরগন্জ গার্লসস্কুল থেকে এবার এস এস সি পরীক্ষা দিবে । এই তিন সন্তানের সুখী সংসার আব্দুল আলীমের ।

ডাইনিং টেবিলে বসে সকালের নাস্তা করছিলেন জনাব আব্দুল আলীম পাশে বসে আছেন সহধর্মিণী উম্মে হাবিবা । নাস্তা খাওয়া শেষ হওয়ার আগমূহুর্তে প্রতিদিন চা দিয়ে যায় শিমুল । মাঝে মধ্যে পলাশও এ কাজটি করে থাকে । তবে শিমুলের হাতের চা বাবার খুব পছন্দ । প্রত্যেকদিন সকাল ৭টায় লালমনিরহাটগামী একটা ট্রেন ছেড়ে আসে দিনাজপুর থেকে সকাল সাড়ে ন'টায় এসে পৌঁছে বদরগন্জ । এ ট্রেনেই রংপুরে যায় দুইভাই বোন শিমুল ও হাফিজ । শিমুল যায় রংপুর মেডিকেল কলেজে এবং হাফিজ কারমাইকেল কলেজে । সকালে কলেজে যাবার পূর্বে বাবাকে চা বানিয়ে দেওয়া শিমুলের একটা রুটিন মাফিক অভ্যাস । আজকে বাবার জন্য চা নিয়ে এলো পলাশ। পলাশকে চা আনতে দেখে বাবা আব্দুল আলীম স্ত্রী হাবিবাকে জিজ্ঞেস করল ;

বেলা ন'টা বেজে গেল ওরা এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি , ট্রেনতো এখনই এসে পড়বে ?

হাফিজ উঠে বাথরুমে গেছে । শিমুল বলছিল ওদের কলেজ গেটে নাকি কালকে ক'টা বাঙালী ছেলে একটা বিহারী ছেলেকে পিটায়েছে ।দেশের রাজনৈতিক যে বেহাল অবস্থা এর জের ধরে আজকেও কিছু একটা হতে পারে । তাই বলছিল আজকে নাকি সে কলেজে যাবে না, জবাব দিলেন হাবিবা ।

তাই নাকি ? দেশের যে পরিস্থিতি জানি না কি যে হয় ।

মায়ের কথা শুনে বাবার টেবিলে চা রেখেই লাফাতে লাফাতে পলাশ শিমুলের রুমে গেল । শিমুল কেবল বেড ছেড়ে টুথ ব্রাসে পেষ্ট লাগিয়ে দাতঁ ব্রাস করতে করতে বাথ রুমের দিকে যাচ্ছিল । তাকে সামনে পেয়েই পলাশ শিমুলকে জিজ্ঞেস করল ;

আপু তুই নাকি আজকে কলেজে যাবি না ? আমাদের স্কুলে আজ একটা মজার অনুষ্ঠান আছে । চল না , আমার সাথে আমাদের স্কুলে । এস এস সি পরীক্ষার্থী বিদায়ী ছাত্র ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে আজ ফেয়ার ওয়েল । সেখানে অনেকের মা বাবা ভাই বোন আসবে ,মাকে বললাম সে যাবে না । তুই তো আজ কলেজে যাচ্ছিস না, চলনা আমার সাথে।

ছোট বোনের আবদার শিমুল উপেক্ষা করতে পারল না । পলাশের কথায় সে রাজী হয়ে গেল। বাসা থেকে বেড়িয়ে একটা রিকশা ডেকে দু'বোন অনুষ্ঠানে গেল ।

অনুষ্ঠানে নাচ, গান , কৌতুক , কবিতা আবৃতি অনেকে অনেক কিছু উপস্থাপন করল । কিছুক্ষণ পর ঘোষণা এলো ;
সুধী শ্রোতা দর্শক মন্ডলী এবারে পশ্চিম বঙ্গের বিখ্যাত গীতিকার গোবিন্দ হালদার বিরচিত ও আপেল মাহমুদ সুরারোপিত একটি সঙ্গীত পরিবেশন করবেন রংপুর মেডিক্যাল কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র মোহাম্মদ হাসান জাহিদ । হাসান গান ধরল ,

মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি,
মোরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি ।
যে মাটির চির মমতা আমার অঙ্গে মাখা,
যার নদী জল ফুল ফলে মোর স্বপ্ন আঁকা ।।

হল ভর্তি মানুষ আবেগ আর অনুভূতিতে উজ্জীবিত হয়ে উঠল । সকলে তার সুরে সুর মিলায়ে গেয়ে চলল গানটি। মনে হলো হলের ভর্তি সেই মানুষগুলো দেশমাতৃকার স্বাধীতনার যুদ্ধে তখনই তার সাথে মাঠে ঝাপিয়ে পড়তে চায় । গান থেমে গেলেও গানের সে রেস চলে অনেকক্ষণ ।

অনুষ্ঠান শেষে শিমুল পলাশ দু'বোন বাসায় ফেরার উদ্দেশ্যে স্কুল গেটে দাড়িয়ে আছে রিকশার অপেক্ষায় এমন সময় হাসানও বেরিয়েছে স্কুল থেকে । হাসান শিমুলের মুখোমুখি হতেই শিমুল তাকে জিজ্ঞেস করল ;

আপনি রংপুর মেডিক্যাল কলেজে পড়েন ?

একটি সুন্দরী মেয়ের হঠাৎ এমন প্রশ্নে হাসান প্রথমে থতমত খেয়ে গেল । নিজেকে সামলায়ে জবাব দিল হ্যাঁ । সেও পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে মারল, কেন বলুন তো ?

না, মানে আমিও মেডিক্যালে পড়ি কিনা । কাল বিকালে কলেজ থেকে ফেরার পথে গেটে যে একটা গন্ডগোল হলো মনে হয় আমি আপনাকে সেখানে দেখেছি ।

ও তাই বুঝি ? আপনি কোন ইয়ারে ?

ফার্ষ্ট ইয়ারে ।

আমি থার্ড ইয়ারে ।

তা আমি জানি। আপনি অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার পূর্বে অনুষ্ঠান ঘোষকইত তা বলে দিল । সত্যিই চমৎকার গেয়েছেন গানটি । হল ভর্তি মানুষে কি ভাবে একজোটে আপনার সঙ্গে উজ্জীবিত হয়ে হলটাকে মাতিয়ে তুলল ।

গান সে মাঝে মধ্যে স্কুল কলেজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গেয়ে থাকে । সামনাসামনি কোন মেয়ে মানুষের কাছে এমন প্রশংসা তার কাছে এই প্রথম । এমন প্রশংসায় সে জেন একটু আবেগে আপ্লুত হয়ে হারিয়ে গেল

অন্য জগতে।
তার সে আবেগ আপ্লুতের ভাবটা যেন শিমুল টের পেয়ে গেল। সেই ভাব থেকে ফিরিয়ে আনতে সে তাকে আবার জিজ্ঞেস করল;
কালকের ঘটনাটা কি ?

না , আর বলেন না । শালা বিহারীর বাচ্চা, বলে কিনা শেখ মুজিব হিন্দুস্তানের দালাল। পাকিস্তানীরা ভারতকে হিন্দুস্তান বলে।যে আওয়া মিলীগ নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের ১৬৯টির মধ্যে ১৬৭টি এবং প্রাদেশিক পরিষদে ৩১০টি আসনের মধ্যে ৩০৫টি আসন লাভ করে । সে দলের নেতা হিন্দুস্তানের দালাল হয় কিভাবে ? ভোট কি এদেশের জনগণ দিয়েছে না হিন্দুস্তানীরা এসে দিয়ে গেছে ? শালা রাজাকার , ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর পরই ওদের এ দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিৎ ছিল। ধর্মে ধর্মে ভাই , কথায় কথায় মুসলিম ব্রাদার । কল, কারখানা , ইন্ডাষ্ট্রি সবই পশ্চিম পাকিস্তানে আমাদের পূর্ব পাকিস্তানে কিছুই নাই । নিমক হারামের দল । বলে কিনা, ‘ হাতমে ছড়ি মুমে পান, লড়কে লেংয়ে পাকিস্তান ’। এবার তোদের বিদায়ের পালা। শালা আমাদের সাথে পড়ে নইলে একেবারে জাহান্নামে পাঠায়ে দিতাম ।

আপনি এই দিকে থাকেন বুঝি ?

আমাদের বাসা রংপুরের আলম নগর । মামা বাড়ি এখানে । মামাত বোন একটা এস এস সি পরীক্ষা দিচ্ছে । তাদের ফেয়ার ওয়েল । মামীমা বলল, চল হাসান ফেয়ার ওয়েল দেখে আসি তাই আসলাম । আপনার কেউ পরীক্ষা দিচ্ছে বুঝি ?

হ্যাঁ, আমার ছোট বোন , পলাশ ।

পলাশ এ সময়ে স্কুল গেটের পাশে একটি কাঁঠাল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ক’জন বান্ধবীর সাথে গল্প করছিল । সে দিকে আঙ্গুল নির্দেশ করে , ঐ যে কাঠাঁল তলা ক’জন মেয়ে গল্প করছে আসমানী রং এর কামিজ আর সাদা শালওয়ার পড়া মেয়েটি আমার বোন পলাশ ।

আপনারা তো এখানেই থাকেন, তাই না ?

রেলওয়ে কলোনীতে আমাদের বাসা । আমার বাবা আব্দুল আলীম বদরগন্জ রেলওয়ে ষ্টেশনের ষ্টেশন মাষ্টার ।

আব্দুল আলীম ! আপনার ভাইয়ের নাম কি হাফিজ আলীম ?

হ্যাঁ , ভাইয়ার নাম হাফিজ । আপনি আমার ভাইয়াকে চেনেন নাকি ?

অফ কোর্স চিনি । আপনার নাম তাহলে শিমুল তাই না ! আপনারা সৈয়দপুরে থাকতেন আপনার বাবা তখন সৈয়দপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের সহকারী ষ্টেশন মাষ্টার । বাসা ছিল রেলওয়ে মাঠের ঠিক অপজিটে আতিয়ার কলোনীতে ।

ও মাই গস্ ! আপনি দেখি আমাদের সবাইকে চিনেন ।

আমি তখন আলম নগর হাই স্কুলে ক্লাস টেনের ছাত্র । এক সপ্তাহ স্কাউট ক্যাম্পিংএ গিয়েছিলাম সৈয়দপুর ।আমাদের ক্যাম্পিংটি ছিল রেলওয়ে মাঠে । আমাদের স্কুলের লীডার ছিলাম আমি আর সৈয়দপুর রেলওয়ে হাই স্কুলের লীডার ছিল আপনার ভাই হাফিজ আলীম । সে সময়ে হাফিজের সাথে রেল লাইন ক্রস করে মাঝে মাঝে আপনাদের বাসায় যেতাম ।সে তো রংপুর কারমাইকেলে পড়ছে তাই না ? অনেক দিন পর্যন্ত আমাদের মধ্যে চিঠিপত্র লেনদেন ছিল। হঠাৎ জানি কবে তা বন্দ হয়ে গেল । হাফিজকে আমার কথা বলবে কেমন ?
এমন সময় তার মামী ও মামাত বোন স্কুল থেকে বেরিয়ে এলো । মামী বলল ;
কিরে চ্যাংরা তুই এইখান বসি গল্পে আছিস আর হামরা তোমাক সারা স্কুল খুঁজি বেরি । হাঁটো বাহে ঘরোত যাই।*(কি বাবা, তুমি এখান বসে বসে গল্প করছ ? আর আমরা তোমাকে সমগ্র স্কুল খুঁজে ফিরছি । চলো বাপু বাড়িতে যাই ।)*

মুইও খুঁজি বেরি তোমাক না পাই গেটোত আসি দাঁড়ায় আছো । মামীমা তারার নাম শিমুল । হামার স্কুল লাইফের বন্ধু হাফিজের *বইন। (আমিও আপনাদের খুঁজে না পেয়ে গেটের কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছি । মামীমা তার নাম শিমুল । আমার স্কুল জীবনের বন্ধু হাফিজের বোন।)*

তাই ? তোমরা এখানে থাক বুঝি ?

হ্যাঁ । আমার বাবা বদরগন্জ রেলওয়ে ষ্টেশনের ষ্টেশন মাষ্টার । চলেন আমাদের বাসা থেকে বেড়ায়ে যাবেন ।

না , আরেক দিন যাব ।

হাসান বলল , মামীমা তোরা রিকশাত চড়ি বাড়িত যান। মুই টাউন থাকি একটু বেরি আসি। *(মামীমা আপনারা রিকশায় বাসায় যান। আমি শহর থেকে একটু ঘুরে আসি ।)*

হাসান মামীমা ও মামাত বোনকে একটি রিকশা ঠিক করে দিয়ে সে নিজের মোটর সাইকেলে গিয়ারে চাপ দিল। সাইকেলটি ভো ভো করে উঠল মূহুতে সে চোখের আড়াল হয়ে গেল ।যাবার সময় শিমুলকে হাত নেড়ে জানিয়ে গেল পরে দেখা হবে ।

শিমুল পলাশকে নিয়ে আরেকটি রিকশা ডেকে বাসার দিকে রওনা দিল ।

রংপুর আলম নগরের ছেলে হাসান জাহিদ। পাঁচ ভাই বোনের মধ্যে সে সবার ছোট । বাবা জাহিদ আহমেদ তামাকের আড়ৎদার । হাসান বিড়ি নামে একটি বিড়ির ফ্যাক্টরীও রয়েছে হারাগাছে।

১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাবনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে পূর্ব পাকিস্তানের জনগনের একক প্রতিনিধি হিসেবে আর্বিভূত হন। পাকিস্তানের সামরিক ও বেসামরিক নেতৃত্ব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে অস্বীকার করে ।১ মার্চ ১৯৭১ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের বৈঠক অনিষ্ট কালের জন্য স্হগিতের ঘোষনা দিল । সেদিন কলেজ থেকে বাসায় ফেরার জন্য রংপুর রেলওয়ে ষ্টেশনে হাফিজের অপেক্ষায় বসে আছে শিমুল । এমন সময় রং তুলি ও একগাদা পোষ্টারিং কাগজ বগল চাপা করে সেখানে উপস্হিত হল হাফিজ। এসব দেখে শিমুল তাকে জিজ্ঞেস করল ;

ভাইয়া এসব কি ?

দেশের পরিস্হিতি বেশী ভাল না । এখানে বলা যাবে না। চল, বাসায় চল ।

বঙ্গবন্ধুর বাণী সম্বলিত কিছু পোষ্টার

কুখ্যাত ইয়াহিয়া খান

এগুলো বিভিন্ন জায়গায় পোষ্টারিং করতে হবে । প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের বৈঠক অনিদিষ্টকালের জন্য স্হগিতের ঘোষনা দিয়েছেন । নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা করছে । মনে হচ্ছে আন্দোলন ছাড়া এ সমস্যার সমাধান হবে না। এমন কি যুদ্ধবিগ্রহও বাধতে পারে । কাল মেডিক্যালে গেলে হাসানের সাথে যদি দেখা হয় আমার সাথে দেখা করতে বলিস তো ?

হাসান হাফিজদের বদরগন্জ বাসায় দেখা করল । দুই বন্ধু বসে অনেক গল্প করল । হাফিজ হাসানকে বলল শোন দোস্ত , পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক গোষ্টি দীর্ঘ ২৪ বছর ধরে আমাদের দেশটাকে শাসনের নামে শোষণ করে আসছে । তারা কথায় কথায় বলে আমরা মুসলমান। সব মুসলিম ভাই ভাই । আসলে কিন্তু মিছরির ছুরি , ওরা শুধু কথার ফুলঝুরি ছড়ায় । মিষ্টি মিষ্টি বুলি আওড়ায়ে তারা চায় এ বাঙালী জাতিকে শাসনের নামে শোষণ করতে ।ওদের বিরুদ্ধে শক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে । প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্হগিত করে দিল পরিস্হিতি কোন দিকে মোড় দেয় চোখ , কান খোলা রাখিস । সেদিনকার মত দুই বন্ধুর ঘরোয়া বৈঠক মুলতবী হলো । স্হানীয় আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের সাথেও তারা যোগাযোগ রক্ষা করে চলল ।

১ মার্চ ইয়াহিয়া খান অনিদিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্হগিতের ঘোষণা দিলে বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগ কার্যকরী পরিষদের জরুরী বৈঠকে ২ মার্চ দেশব্যাপী হরতাল আহবানকরে । ৩ মার্চ সারা বাংলায় হরতাল পালিত হয় । নির্বাবাচিত প্রতিনিধিদের হাতে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য বঙ্গবন্ধু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আহবান জানান । ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক ঐতিহাসিক ভাষনে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে দেশবাসির প্রতি আহবান জানান ।

বঙ্গবন্ধুর আহবানে বাঙালীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তুতি নিলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের টনক নড়ে ।১৬ মার্চ ক্ষমতা হস্তান্তরের এক প্রহসনমূলক বৈঠক ডাকে বঙ্গবন্ধুর সাথে ইয়াহিয়া খান। এ সময় জুলফিকার আলি ভুট্টোও উড়ে আসে করাচি থেকে ঢাকায় । ২৪ মার্চ পর্যন্ত এ প্রহসনের বৈঠক চলে । ২৫ মার্চ আলোচনা ব্যর্থ হবার পর বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারের ইঙ্গিত দিয়ে ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগ করে ।

২৫ মার্চ দিবাগত রাত্রে লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান ওরফে কসাই টিক্কার নেতৃত্বে পাকিস্তানী আর্মি ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরীহ বাঙালীদের উপর। চালায় গণহত্যা ,লুটতরাজ ,হত্যাযজ্ঞ । গভীর রাতে কালুরঘাট, চট্টগ্রাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা প্রচার করা হয় । স্বাধীনতা ঘোষণা দেবার অপরাধ দেখিয়ে ঐ রাতেই তাকে তার ধানমন্ডির বাসভবন থেকে গ্রেপতার করে ঢাকা সেনা নিবাসে নিয়ে যায় । এবং সেখান থেকে তাকে নিয়ে যায় পশ্চিম পাকিস্তানে । ২৬ মার্চ চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রটি আবারও দেশবাসীর উদ্দেশ্যে পাঠ করেন।

পাকবাহিনী নিরস্ত্র জনগণের উপর ঝাপিয়ে পড়ে শুরু করল নৃশংস হত্যাকান্ড । বাড়িঘর পোড়ায়ে লুটপাত করে মহিলাদের ধর্ষণে মেতে উঠল তারা । এদের সঙ্গে জোট দিল জামায়েত- শিবির , মুসলিম লীগ চক্র ।

পাকবাহিনীর আক্রমণ ও গণহত্যা মোকাবেলার জন্য বাঙালীরা প্রতিরোধ গড়ে তুলল ।শত্রু সেনারা সংখ্যায় অনেক ও তারা ছিল আধুনিক অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত তাদের অস্ত্রের মুখে বাঙালীরা টিকে উঠতে পারলনা । ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাঙালীদের সংগ্রামের প্রতি তাঁর সরকারের অকুন্ঠ সহানুভূতিজ্ঞাপন করে পূর্ব পাকিস্তান -ভারত সীমান্ত উম্মুক্ত করে দিল । অত্যাচারিত ও ভীতসন্তস্ত বাঙালীরা দলে দলে সে দেশে যেতে লাগল । পশ্চিমবঙ্গ বিহার আসাম মেঘালয় ও ত্রিপুরা রাজ্যের সরকার গুলি সীমান্ত বরাবর শরণার্থী শিবির স্হাপন করল । এই শিবিরগুলো থেকেই বাঙালীরা তাদের প্রিয় মাতৃভূমি রক্ষার ট্রেনিং নিতে শুরু করল ।

বঙ্গবন্ধুর আহবানে স্কুল কলেজ অনিদিষ্টকালের জন্য বন্দ হয়ে গেছে। আবারও হাফিজ হাসান মহল্লার ক'জন দেশপ্রেমী যুবক এবং কতিপয় আওয়ামী লীগ নেতৃ হাফিজদের রেলওয়ে বাংলোতে বৈঠক করল । সিদ্ধান্ত হলো তারা দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ি সীমান্ত হয়ে ভারতে পৌছুবে এবং মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিবে ।তাদের সাথে শিমুলও যোগ দেবার মনস্হির করল । হাফিজ তাতে আপত্তি তুলল । শিমুল বলল ;

ভাইয়া , আমি এতদিন ধরে ডাক্তারী পড়ছি । আমি একজন ডাক্তার না হলেও আমার মধ্যে সে বিদ্যেতো রয়েছে । তোমরা যুদ্ধ করবে রণাঙ্গনে আর কেউ অসুস্হ হয়ে পড়লে আমি তাকে সেবাদিয়ে সুস্হ করে তুলব । আমার ডাক্তারী বিদ্যেটুকু দেশের কাজে ব্যবহার করতে চাই । তুমি আপত্তি করো না ভাইয়া , আমাকেও তোমাদের সঙ্গে নিয়ে চলো। আর এখানে থাকলে অন্যান্যের মত আমাকেও পালিয়ে বেড়াতে হবে । পালিয়ে পালিয়ে বাচাঁনোর চেয়ে দেশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করে দেওয়াই উত্তম । I ought to love my country .

অবশেষে শিমুলকে সাথে নিতে রাজী হল হাফিজ । ১৫/২০জনের একটি দল ভারতের উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ করল ।

ফুলবাড়ি সীমান্ত দিয়ে তারা ভারতের পশ্চিম দিনাজপুর পৌছিল । পশ্চিম দিনাজপুরে বালুবাড়ি শরণার্থী শিবিরে তারা অবস্হান করল ।সেখানে গিয়ে সন্ধ্যা রাণী নামের এক ক্লাস মেটের সাথে দেখা হলো শিমুলের । সন্ধ্যারাণী ও তার স্বামী সৌমিত্র যেয়ে পৌছেছে তারো দু'দি আগে । শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় বাসীদের জন্য একটা প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হয়েছে । চিকিৎসা কেন্দ্রের পরিচালিকা শ্রীমতি অঞ্জলী দেবী শিমুল ও সন্ধ্যারাণীকে পেয়ে খুবই খুশী হলেন । তিনি তাদের সেখানে যোগ দিতে বললেন। হাসান হাফিজ ও অন্যান্য একটি আশ্রয় শিবিরে থেকে মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যোগ দিল ।

এদিকে বদরগন্জে হাফিজ -শিমুলদের বাসায় তাদের মা বাবার টিকে থাকা দায় হয়ে পড়ল । তাদের বাসায় রাজাকার পাক সৈন্যরা কয়েকদফা লুটপাত করে তার মা বাবাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে ।বাসা ছেড়ে তারা ছোট বোন পলাশকে নিয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামে পালিয়ে আছে । এভাবে পরের বাড়িতে কতদিন পালায়ে থাকা যায় । অবশেষে চাকুরি ছেড়ে পৈতিক বাড়ি বিক্রমপুর যাবার সিদ্ধান্ত নিল ।

সিদ্ধান্ত তো হলো ; কিন্তু পলাশকে নিয়ে পড়ল এক দুশ্চিন্তায় । উঠতি বয়সী ষোড়শী কন্যাকে নিয়ে তারা কোন সাহসে ট্রেনে চড়বে ? পাক সেনা ও তার দোসরদের লোলুপ দৃষ্টি চারিদিকে । হায়েনার মত তাদের স্বভাব । মা বাবার সম্মুখ থেকে তাদের যুবতী মেয়েদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে । বাঁধা দিলে মা বাবার চোখের সামনেই সন্তানদের গুলি করে হত্যা করছে । কথায় আছে না মেয়েদের হঠাৎ বুদ্ধি , পলাশের মার মাথা ও এমন এক বুদ্ধি এলো । বলল,
এমন কাজ করলে কেমন হয় ? পলাশের লম্বা চুল ছেটে একজন মাদ্রাসা

ছাত্রের লেবাসে পাজামা পান্জাবী আর টুপী পড়ায়ে ট্রেনে চড়লে কেমন হয় ! ওরা মাদ্রাসা ছাত্রদের খুব সমীহ করে ।

যে কথা সেই কাজ ।আলীম সাহেবের এক বিশ্বস্ত নাপিত ছিল । তিনি বহু দিন ধরে তাদের চুল দাড়ি কাটত । বলা চলে পারিবারিক নাপিত । একদিন তাকে ডেকে পলাশের চুল ছেটে দিব্যি ১৬ বছরের নকল মাদ্রাসা ছাত্র বানান হলো ।মাদ্রাসা ছাত্রের এক সেট পাজামা পান্জাবী টুপী জোগাড় করে বিক্রমপুরের উদ্দেশ্যে ট্রেনে চড়ল । ওমা ট্রেনে উঠে কি দেখছে ? পৃথিবী দেখি বদলে গেছে ! ট্রেনের সুইপার থেকে শুরু করে টি টি , গার্ড, ড্রাইভার সবাই উর্দুতে কথা বলছে । ট্রেনের মাইক্রোফোনে বাঁজছে উর্দু গানের সুর । যে গার্ড ক'দিন আগেও বলছিল ; মাষ্টার সাহেব কেমন আছেন ? আজ সে বলছে " মাষ্টার সা'ব কেইছে হ্যায় । যাই হোক পলাশকে নিয়ে তারা নিরাপদে ঢাকা হয়ে বিক্রমপুর গিয়ে পৌঁছিল । পথিমধ্যে তারা দেখল বোনারপাড়ায় এক যুবতী ও তার মা বাবাকে ক'জন পাক সেনা তল্লাশীর নামে টেনে হিচরে ট্রেন থেকে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে । সবার বদ্ধধারণা তল্লাশী কিছুই না , ঐ যুবতীর প্রতি হানাদারদের লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে । পলাশকে নকল মাদ্রাসা ছাত্র না বানালে তাদেরও হয়তো ঠিক একই পরিস্থিতির শিকার হতে হতো । আল্লাহ বড়ই মেহেরবান ।

কয়েক মাস প্রশিক্ষণ শেষে হাফিজ ও হাসান বীরদর্পে ফিরল দেশের মাটিতে । রংপুর ও দিনাজপুর জেলার অংশ বিশেষ নিয়ে গঠিত ৬নং সেক্টরে সেক্টর কমান্ডার ছিলেন উইং কমান্ডার এম কে বাশার । হাফিজ ও হাসান তার সেক্টরে যোগ দিল । সারা দেশে তখন মুক্তিযোদ্ধারা দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে । প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ শেষে বাংলার দামাল ছেলেরা ততক্ষণে নিজ নিজ এলাকায় সম্মুখ যুদ্ধ ও গেরিলা যুদ্ধে শত্রুদের উপর সর্বস্তরে ও সর্বোতভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ছে । হাসান ও হাফিজ তাদের নিজ এলাকা বদরগন্জ, চিলমারি , তারাগন্জ, চিকলী নদী প্রভৃতি অঞ্চলে শত্রু সৈন্যদের উপর ঝাপিয়ে পড়ছে। এলাকার রাজাকার , পাকসেনারা হাসান হাফিজের নাম শুনলেই ভয়ে শিউরে উঠছে ।

হাফিজ ফিরে এসেছে রণাঙ্গনে আর শিমুল রয়ে গেছে বাংলাদেশ সীমান্ত পশ্চিম দিনাজপুরে শরণার্থী ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা চিকিৎসা কেন্দ্রে । শিমুলের সেবায় বহু যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা সুস্থ হয়ে উঠেছে অনেকে আবারও রণঙ্গনে ফিরে এসেছে । আজ দীর্ঘ ৮মাস মা বাবা একমাত্র আদেরর বোন পলাশকে রেখে দুইভাই বোন দেশের টানে দেশ ছেড়ে এ পরবাসে । কিছু দিন আগেও মাঝে মধ্যে ভাইয়ের সাথে দেখা হতো । আজ অনেকদিন হলো তা ও হচ্ছে না । সে আছে রণাঙ্গনে । মা ,বাবা আর ছোট বোনটার জন্যে মনটা অস্থির হয়ে উঠল শিমুলের মাত্র কয়েক ঘন্টার দূরত্বে তাদের বাস। কয়েক দিন ধরে অঞ্জলী দেবীকে বলে আসছে মাত্র দু'দিনের জন্য সে ছুটি নিয়ে মা বাবা ও বোনের সাথে একবার সাক্ষাত করেই সে ফিরে আসবে । তিনি কিছুতেই তাকে দিতে রাজী হচ্ছেন না । বলছেন পূর্ব পাকিস্তানে চারিদিকে পাকসেনা আর রাজাকারদের আনাগোনা সে সেখানে গেলে আর ফিরে আসতে পারবে না। এত বিপদের আশংকা জেনেও মন মানে না শিমুলের । তার সঙ্গী হবার জন্য সন্ধ্যারাণী সহ অনেককেই অনুরোধ করেছে । কিন্তু কেউই তার সঙ্গী হতে রাজী হয়নি । অবশেষে অসীম সাহস বুকে নিয়ে এক রাতের আঁধারে শিবির থেকে একাই পালালো শিমুল।

শিমুল শিবির থেকে পালালে ৬নং সেক্টরে যুদ্ধরত তার ভাই হাফিজকে ওয়ারলেস মাধ্যমে জানানো হয়েছে । মা বাবার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে শিবির ছেড়েছে শিমুল ।

ছিন্নবস্ত্র আর বোরকা পড়ে বুড়ীর বেশে সে যখন তাদের বদরগন্জ বাসায় এসে পৌঁছিল দেখা গেল বাসার দরজায় তালা। প্রতিবেশী অনেকের বাসায় খোঁজ খবর নিতে যেয়ে দেখে সে সব বাসায়ও তালা ঝুলছে । অবশেষে এক অবাঙালী বুড়ীর দেখা মিলল । সে তার মা বাবার খোঁজ দিতে পারল না। কিংকর্তব্যবিমুঢ় শিমুল । বাবা মার খোঁজে সে কোথায় যাবে ? তারা কি দাদাবাড়ি বিক্রমপুর গেছে , নাকি হানাদার বাহিনীর হাতে শেষ হয়ে গেছে ? এখানে এসে কেবল অঞ্জলী দি'র কথা মনে পড়ছে । সে বার বার বলেছিল পূর্ব পাকিস্তানে যাওয়ায় দরকার নাই । সেখানকার পরিস্থিতি খুবই খারাপ । কিন্তু তার বারণ সে শোনে নাই । এখন সে কোথায় যাবে ? বিক্রমপুর ? না আবার ভারতে ? বদরগন্জ থেকে বিক্রমপুর অনেক দূর তার চেয়ে আবারও ভারতে যাওয়াই ভাল ।বদরগন্জ থেকে দিনাজপুরগামী এক ট্রেনে চেপে বসল । ট্রেনটি পার্বতীপুর জংশনে আসতে সে লক্ষ্য করল দু'জন অবাঙালী তরুণী তাকে অনুসরণ করছে । ছিন্নবস্ত্র আর বোরকার নীচ থেকে বেরিয়ে আসা পায়ের নখের টুকটুকে লাল নেইল পলিশ আর ফুটফুটে পদপল্লব তাদের নজরে পড়েছে । আরো সে লক্ষ্য করল তাকে নিয়ে তারা নিজ ভাষায় বলাবলি করছে ;

ও আওরাত দেখনেকে বুরহী লাগতি হ্যায় , ল্যাকিন ওসকি নেইল পলিস অর পাওছে লাগতা হ্যায় ও বুরহী নেহী । হো সাকতা হ্যায় ও কই মুখ্বর হো ? *(মহিলাকে দেখে মনে হচ্ছে বুড়ী, কিন্তু তার লাল টুকটুকে নেইল পলিশ এবং ফুটফুটে পদপল্লব এতো কোন বুড়ীর হতে পারে না ? মহিলা কোন গুপ্তচর নয় তো ?)*

তাদের এ কানাঘুষা একসময়ে শিমুলের কানেও এসে পৌঁছিল । কানাঘুষা শুনে শিমুলের আত্মা উড়ে গেল । তার আর উপায় নেই , এক্ষনই যমের হাতে ধরা পড়বে ।

আশংকা যা, বাস্তবে হলোও তাই । ঐ দুই অবাঙালী পরবর্তী ষ্টেশনে নেমেই রিপোর্ট করে দিল রাজাকার ক্যাম্পে । আর যায় কোথা ! জনপাঁচেক রাজাকার এসে টেনে হিচরে ধরে নিয়ে গেল তাদের ক্যাম্পে ।

পাক হানাদারদের দোসররা তাকে ক্যাম্পে নিয়েই বোরকা খুলে ফেলল । বোরকার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো এক সুন্দরী যুবতী । তাকে দেখে অট্ট হাসিতে ফেটে পড়ল হায়েনার দল । শুরু হলো মারধোর ;

মাগী হিন্দুস্তানের দালাল , বল তোর মুক্তিসেনারা কোথায় ? বল বল তাদের আস্তানা কোথায় ?

না , আমাকে আর মেরো না, আমি ছিলাম চিকিৎসা শিবিরে এক নার্স মাত্র , তাদের সর্ম্পকে আমি কিছুই জানি না।

দুধে আলতা মাখা রং এর শরীর থেকে যেন রক্ত ফুটে ফুটে পড়ছে ।মারের এক পর্যায়ে সে বেহুস হয়ে পড়ল । জ্ঞান ফিরলে তার উপর আবার ও চলল উৎপীড়ন। কিন্তু তার কাছ থেকে তারা সে ছিল নার্স এ তথ্য ব্যতিত আর কোন তথ্য তারা পেল না। এক পযার্য়ে তাকে দিগম্বর করে ফেলল ।

এক রাজাকার বলল, যা গোটা তিনেক ডিম সিদ্ধ করে নিয়ে আয় ।

আরেক জন জিজ্ঞেস করল, ওস্তাদ সিদ্ধ ডিম দিয়ে করবেন , ওকে খেতে দিবেন ?

আরে বাইন চোদ না, সিদ্ধ গরম ডিম মাগীর ওই জায়গায় ঢুকায়ে দিতে

হবে । গরম ডিম ঢুকায়ে দিলে ওতো দুরের কথা ওর বাপ সব কথা স্বীকার করবে সে কে ? তার বাপ মুক্তিযোদ্ধারা কোথায় ? আরো জানবে পাকিস্তান ভাঙার পায়তারকারী হিন্দুস্তানের দালালদের কি পরিনাম।

ওস্তাদ , না, না ঐ কর্ম করা যাবে না । ওকে তো আজ রাতে ক্যাপ্টেন সাহেবের বিছানায় দিতে হবে। ওর ওই জায়গা জ্বলে পুড়ে ফোসকা পড়ে গেলে ক্যাপ্টেন সাহেব তো উল্টো আমাদেরই খুন করে ফেলবেন।

হাফিজ চরের মাধ্যমে খবর পেয়েছে মনমথপুর রেলওয়ে ষ্টেশনে তার বোন শিমুল রাজাকারদের হাতে ধরা পড়েছে । কয়েক দিনপরে চিরির বন্দরের কাছে একটা ডোবায় অনেকগুলো নারী পুরুষের ছিন্নভিন্ন লাশ আবিস্কার করেছে গ্রামবাসী । তাদের মধ্যে শিমুলের লাশও ছিল ।

বাংলাদেশকে পাকহানাদারদের কবল থেকে মুক্ত করবার লক্ষ্যে ভারত সরকার সরাসরি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল । ১৯৭১ সালের নভেম্বরে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত হলো একটি কমান্ড । এ কমান্ডের প্রধান নিযুক্ত হন ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূবাঞ্চলীয় অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা । পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত অনেক বাঙালী সৈন্য স্বপক্ষ ত্যাগ করে যোগ দিয়েছে মুক্তিবা হিনীতে ।এ ছাড়া ভারতে গিয়ে বাঙালী তরুণেরা যুদ্ধের ট্রেনিং নিয়ে যোগ দিল মুক্তিযুদ্ধে । অন্যদিকে ভারতীয় মিত্রবাহিনী তো রয়েছে । এ ভাবে বিপুল শক্তি সংগ্রহ করে মুক্তিযোদ্ধারা ঝাঁপিয়ে পড়ল পাকবাহিনীর উপর । মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর প্রচন্ড আক্রমনের মুখে পাকবাহিনী টিকে

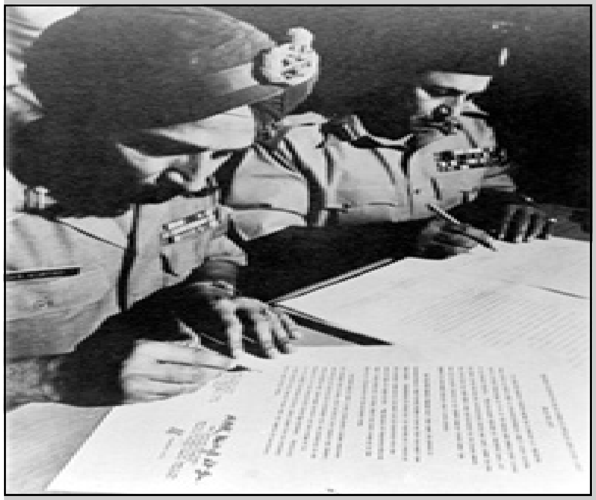

থাকতে না পেরে অবশেষে দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের পর আত্মসর্মপনে বাধ্য হলো।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিকেল পাঁচটায় রমনা রেসকোর্সে লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার নিকট পাকিস্তান বাহিনীর পূবাঞ্চলীয় কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ নিয়াজী পাকিস্তান সরকারের পক্ষে আত্ম সমর্পণ করে । নিয়জীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটল । ভূ-মানচিত্রে জন্মনিল নতুন একটি দেশ , বাংলাদেশ ।

স্বাধীন হলো দেশ ,এবার ঘরে ফেরার পালা । হাসান ও হাফিজ দুইবন্ধু ফিরে এসেছে যে যার বাড়িতে । ছেলে মুক্তিযোদ্ধায় যোগ দেওয়ার অভিযোগে হাসানের বাবা জাহিদ আহমেদকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গেছে হানাদার বাহিনী । তিনি আর বাড়িতে ফিরে আসেননি । বাবাকে রক্ষা করতে যেয়ে মাও আহত হয়েছে তাদের হাতে । আর হাফিজদের বাসায় তালা বন্ধ। কেউ তাদের সঠিক সন্ধান দিতে পারল না । অবশেষে দুই বন্ধু সিদ্ধান্ত নিল ;
চল , দাদা বাড়ি বিক্রমপুর যাই। হয়তো সেখানে তাদের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে ।

দুই ব্যথিত পথিক চলল বিক্রমপুরের উদ্দেশ্যে । দুই সতীর্থের ব্যথা দুই ধরণের । একজনের প্রিয়া , অপরজনের বোন হারা ব্যথা । গাজীর বেশে স্বাধীন দেশে ফিরলেও স্বাধীনতার আনন্দকে ম্লান করে দিয়েছে শিমুল ব্যথা । বেদনাবিধূর এ পরিহাস কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না দুই দোস। একই সঙ্গে যুদ্ধে গেল তিনজনে ঘরে ফিরছে দু'জন। মা বাবার কাছে কি জবাব দিবে হাফিজ ? হাসানেরই বা কি বলার আছে ?

হাফিজ ও হাসান যখন বিক্রমপুর পৌঁছিলে পলাশ দৌড়ে এসে হাফিজের গলা জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ল ;

ভাইয়া আপু কই ? আপুকে না নিয়ে তুমি একা কি করে ফিরে এলে ? আমার আপুকে তুমি এনে দাও । আপুর জন্যে আমার বুকটা ভেঙে যাচ্ছে । তুমি আমার আপুকে এনে দাও ,ভাইয়া । এক পর্যায়ে পলাশ মুর্ছা গেল । সেখানে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতরণা হলো । কান্নার শোরগোলে স্বাধীনতার আনন্দ এখানে ম্লান হয়ে গেল ।

হাফিজের বাবা আব্দুল আলীম দুঃখভারাক্রান্ত মনে সবাইকে শান্ত হতে বললেন। তিনি আরো বললেন ;

আমাদের শিমু মরে নাই । শিমুলদের মৃত্যু নেই । তার আত্ম ত্যাগের মধ্য দিয়েই দীর্ঘ ২৪ বছরের শোষণ থেকে মুক্তি পেয়েছি আমরা । সে চিরদিন বেঁচে থাকবে বাংলার প্রতিটি ঘরে । তার মত কত জায়া জননী জীবন দিয়েছে আমাদের স্বাধীনতার জন্যে আয় আমরা স্রষ্টার কাছে হাত পেতে দোয়া চাই তিনি যেন এই বীর শহীদদের জীবনের সকল গোনাহ্ মাফ করে তাদের জন্যে স্বর্গে একটি স্বাধীন দেশ বানিয়ে দেন , যেখানে হানাহানি মারামারি আর রাজাকার আল-বদরদের অত্যাচার উৎপীড়ন থাকবে না।

হাফিজদের বাড়ি কয়েকদিন মেহমান থেকে একদিন হাসান তাকে বলল ;

আর কত দিন তোদের এখানে থাকব ? এবার তো আমায় ঘরে ফিরতে হয় । মাকে কথা দিয়ে এসেছি দিন কয়েক থেকে ফিরে যাব তার কাছে ।

ঠিক আছে যাবি , কিন্তু তুই একা ফিরে যাবি ? শিমুল দেশের জন্য জীবন বির্সজন দিলেও পলাশ তো রয়েছে । আমি পলাশকে তোর হাতে তুলে দিতে চাই । তুই তাকে সাথী করে সঙ্গে নিয়ে যা । পলাশ তোর পাশে পাশে থাকলে শিমুলের আত্মাটা হয়তো এতটুকু শান্তি পাবে । তেমনি শিমুলকে হারানোর বেদনা কিছুটা হলেও ভুলতে পারবি । আর আমরাও দু'টি মুক্তিযোদ্ধা পরিবার একই সূত্রে বাঁধা রয়ে যাব চিরদিন।

আটলান্টা , জর্জিয়া
০৩/০১/০৮

লেখকের ই-মেইল :
smrahman@bellsouth.net